কালের কণ্ঠ

20 AUG 2017 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পড়া না পারার শাস্তি

শিশুদের নর্দমার পানি খাওয়ালেন শিক্ষিকা!

শরীয়তপুর প্রতিনিধি ▷

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় পড়া না পারায় ২৮ শিশুকে এক শিক্ষিকা নর্দমার পানি খাইয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার উপজেলার গঙ্গাপ্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ক্লাসে। অভিযুক্ত শিক্ষিকা শাহানাজ পারভীনের শাস্তি দাবি করেছে এলাকাবাসী। তবে ওই শিক্ষিকা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শাহানাজ পারভীন স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির মেয়ে। গত বুধবার তিনি চতুর্থ শ্রেণির ক্লাস নেন। ক্লাসে প্রায় ৩১ শিশু শিক্ষার্থী ছিল। তিনজন ছাড়া কেউ ক্লাসের পড়া বলতে পারেনি। এর শাস্তি হিসেবে শাহানাজ পারভীন বাকি ২৮ শিক্ষার্থীকে স্কুলের পেছনের নর্দমার পানি খাওয়ান। পরে কয়েক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর শনিবার স্কুল খুললে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলে অবস্থান নেন এবং ওই শিক্ষিকার শাস্তি দাবি করেন।

শিক্ষার্থী জাহিদের বাবা মান্নান হাওলাদার বলেন, 'বুধবার রাত থেকে আমার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে জানতে পারি তাকে স্কুলে নর্দমার পানি খাওয়ানো হয়েছে।' আনোয়ার হোসেন, মজিবর শেখ, টিটু চৌকিদার ও হেলাল চৌকিদার নামের আরো কয়েকজন অভিভাবক একই অভিযোগ করেছেন।

পড়া পেরেছে—এমন এক শিক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে বলে, 'পড়া বলতে পেরেছি বলে আমাদের তিনজনকে পচা পানি খেতে হয়নি। ম্যাডামের কথামতো আমি জগ ভরে নর্দমা থেকে পানি আনি। এরপর তা সবাইকে খাওয়ানো হয়।'

অভিযুক্ত শিক্ষিকা শাহানাজ পারভীন বলেন, 'আমি শিশুদের পচা পানি খাওয়ানোর কথা বলেছি। কিন্তু খাওয়াইনি।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর মাদবর বলেন, 'পড়া না পারার জন্য শিশুদের এ ধরনের শাস্তি দেওয়া জঘন্য অপরাধ। এলাকার মুরব্বিরা বিষয়টি মীমাংসার দায়িত্ব নিয়েছেন।'

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও অভিযুক্ত শিক্ষিকার বাবা ইউনুস মৃধা বলেন, 'আমার মেয়ে কাজটা ঠিক করেনি। এলাকার লোকজন নিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করব।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর